দৈনিক ইত্তেফাক

009

তারিখ 20 SEP 1987
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ৩ ...

জরাজীর্ণ বিদ্যালয় ভবন॥ শিক্ষক ও আসবাবের অভাব॥ শিক্ষা বিঘ্নিত

দেশে কয়েকশত বিদ্যালয়, বিশেষতঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন বহুকাল সংস্কার বিহীন এবং ঐই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার ন্যুনতম পরিবেশ, উপকরণ ও শিক্ষকের অভাব বিরাজ করিতেছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে।

বাগেরহাট

বাগেরহাট সংবাদদাতা জানান, বাগেরহাট শহরের ঐতিহ্যবাহী বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ দুইটি দীর্ঘকাল শূন্য থাকায় বিদ্যালয়ে সুষ্ঠু শিক্ষাদান ও প্রশাসনিক কাজকর্ম দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে বলিয়া অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষকের পদটিও শূন্য।

পাবনা

পাবনা সংবাদদাতা জানান, চাটমোহর উপজেলার ডি বি গ্রাম ইউনিয়নের খৈরাশগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতে দীর্ঘদিন যাবত মাত্র একজন শিক্ষক আছেন। অথচ বিদ্যালয়ের পাঁচটি শ্রেণীতে তিনশত ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নরত।

বরগুনা

বরগুনা সংবাদদাতা জানান, বরগুনা জেলার বিভিন্ন এলাকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি দীর্ঘদিন সংস্কার ও তত্ত্বাবধানের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হইতেছে। সদর উপজেলার ঢলুয়া ইউনিয়নের খাকবুনিয়া আলীয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়টির নিজস্ব ভবন নাই। খাকবুনিয়ার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টির গত '৮৪-র ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত হওয়ার পর উহা আর নির্মাণ করা হয় নাই। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা খোলা আকাশের নীচে ক্লাস করে। গাজী মাহমুদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টির কাজ চলে সংলগ্ন মাদ্রাসা ভবনে। বরগুনা সিনিয়র মাদ্রাসার প্রয়োজনীয় ঘর না থাকায় একই কক্ষে ক্লাস ও ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা চলিতেছে। আমতলী উপজেলার গোজখালী বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত। বেতাগী উপজেলার মোকামিয়া ইউনিয়নের

(৬ষ্ঠ পৃঃ দ্রঃ)

জরাজীর্ণ বিদ্যালয় ভবন

(৩য় পৃঃ পর)

মাছুয়াখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টির ছাদে ও দেওয়ালে ফাটল দেখা দিয়াছে। ইহার উপর গত মে মাসের ঘূর্ণিঝড়ে বিদ্যালয় ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ভাণ্ডারিয়া

ভাণ্ডারিয়া (পিরোজপুর) সংবাদদাতা জানান, রাজাপুর বলবুনিয়া হাইস্কুলের একটি জরাজীর্ণ ঘরের মেরামত অর্থাভাবে সম্ভব না হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের বসিবার স্থানের সঙ্কট দেখা দিয়াছে। অনুরূপ সমস্যা রহিয়াছে পুটিয়াখালির উচ্চ বিদ্যালয়ের। ঐ স্কুলের দালানের ছাদ দিয়া পানি পড়ে ও উহা যে কোনও সময় ধসিয়া পড়িতে পারে।

গফরগাঁও

গফরগাঁও সংবাদদাতা জানান, গফরগাঁও উপজেলার শিলাসী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি কয়েক মাস আগে ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত হওয়ার পর আজ অবধি মেরামত না করায় দিন দিনই ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে।

দাউদকান্দি

দাউদকান্দি সংবাদদাতা দাউদকান্দি, হোমনা, চান্দিনা, মুরাদনগর ও দেবীদ্বার উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অনুরূপ সার্বিক শোচনীয় অবস্থার বিবরণ দিয়াছেন। তিনি জানান, একমাত্র মুরাদনগর উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ৪১টি প্রাথমিক শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে। দাউদকান্দি উপজেলার অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের স্থান সঙ্কুলান হয় না। ১৭১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশেই আসবাবপত্র নাই। বন্যার কারণে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত।

ঝিনাইদহ

ঝিনাইদহ সংবাদদাতা জানান, ঠিকাদার জেলখানায় আর তাই শৈলকুপা উপজেলার হাট ফাজিলপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ দুই বছরেও অসমাপ্ত থাকায় ঐ বিদ্যালয়ের প্রায় পাঁচ শত ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়া বিঘ্নিত হইতেছে।

চাঁপাইনওয়াবগঞ্জ

চাঁপাইনওয়াবগঞ্জ সংবাদদাতা জানান, পদ্মার বন্যার পানির তোড়ে গোদাগাড়ি উপজেলার বাসুদেবপুর ইউনিয়নের শহীদুন্নেসা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়টি বিধ্বস্ত হইয়াছে। দীর্ঘদিন যাবৎ বিদ্যালয়টি রাজশাহী মহাসড়কের পাশে বিদ্যালয়ের টিনের শেড মুখ থুবড়াইয়া আছে। ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে প্রাচীর। দালানঘরগুলিও হুমকির সম্মুখীন। ফলে ছাত্রীদের শিক্ষাক্রম দারুণ ব্যাহত হইতেছে।

মৌলভীবাজার

মৌলভীবাজার সংবাদদাতা জানান, কুলাউড়া উপজেলার ১৬১টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেশীরভাগের অবস্থাই জরাজীর্ণ। এগুলির কোনও কোনটির ভবনের ছাদ যে কোনও মুহূর্তে ধসিয়া পড়িতে পারে। বৃষ্টির সময় ঘরে পানি পড়ে বলিয়া স্কুল বন্ধ রাখিতে হয়। বৃটিশ শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত সুলতানপুর বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি আজও কোনও মঞ্জুরী পায় নাই।

মাদারীপুর

মাদারীপুর সংবাদদাতা জানান, জাজিরা উপজেলার মোট ৫৬টির মধ্যে ২৭টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনগুলির অবস্থা অত্যন্ত জরাজীর্ণ। ৩২টিতে আসবাবপত্রের প্রকট অভাব। নয়টিতে দরজা-জানালা নাই। ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়গুলির মেরামত হয় নাই। কিন্তু বিদ্যালয়ের ঘরের বেড়া পর্যন্ত নাই। বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ে নলকূপ নাই। কতকগুলিতে থাকিলেও বেশ কিছু নলকূপ অকেজো। শিক্ষকের পদও অনেকগুলিতে শূন্য। প্রয়োজনের তুলনায় কোনও কোনও বিদ্যালয়ে উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করা হয় নাই।